بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মোতাবেক ০৮ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হল, হযরত আবু মুলায়েল বিন আল্ আযআ'র (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে আমর বিনতে আশরাফ আর তিনি আনসারের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৩, আবু মুলায়েল বিন আল্ আযআ'র (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯৫, আবু মুলায়েল বিন আল্ আযআ'র (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}** এক বর্ণনা অনুসারে তার ভাই হযরত আবু হাবীব বিন আযআ'র (রা.)ও বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৫, আবু হাবীব বিন আল্ আযআ'র (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে হযরত আনাস বিন মুআয আনসারী (রা.)'র। কোন কোন বর্ণনায় তার নাম উনায়েসও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আনসারের খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে উনাস বিনতে খালিদ। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তার ভাই হযরত উবাই বিন মুআয (রা.)ও তার সাথে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবার অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আনাস বিন মু'আয এবং তার ভাই উবাই বিন মুআ'য (রা.) বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮১, আনাস বিন মু'আয (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯, আনাস বিন মু'আয বিন আনাস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, হযরত আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রা.)'র। হযরত উবাই বিন সাবেত (রা.) খাযরাজের শাখা বনু আদী গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু শায়খ। এক বর্ণনা অনুসারে এই ডাকনাম তার পুত্রের ছিল। তার মায়ের নাম ছিল সুখতা বিনতে হারেসাহ্। হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত অওস বিন সাবেত (রা.)'র ভাই ছিলেন হযরত উবাই বিন সাবেত (রা.)। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বি'রে মঊনার ঘটনার দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উবাই বিন সাবেত (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি করেন নি- এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উবাই বিন সাবেত (রা.) অজ্ঞতার যুগেই ইন্তেকাল করেছেন আর বদর এবং উহুদের যুদ্ধে যিনি অংশগ্রহণ করেছেন তিনি হলেন তার পুত্র আবু শায়খ বিন উবাই বিন সাবেত। অপরদিকে আল্লামা ইবনে হিশাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রা.)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত উবাই বিন সাবেত (রা.)'র মৃত্যু সম্পর্কে রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি বি'রে মঊনার ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশ্য অন্যান্য বর্ণনায় এটিও দেখা যায় যে, উহুদের যুদ্ধের সময় তার মৃত্যু হয়েছে। যাহোক, বিভিন্ন

রেওয়ায়েত থেকে এটিও জানা যায় যে, উহুদের যুদ্ধে যে সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, সেই সাহাবী তিনি ছিলেন না বরং তার ভাই হযরত অওস বিন সাবেত (রা.) ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮২, আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫-১৬৬, উবাই বিন সাবেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯, উবাই বিন সাবেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত} (সীরাত ইবনে হিশাম,পৃঃ ৩৪০, বৈরুতের দ্বার ইবনে হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে, হযরত আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.)'র। তার ডাকনাম ছিল আবু বুরদাহ্। তিনি তার ডাকনামেই সুপরিচিত ছিলেন। তার (আরেকটি) নাম ছিল হানী। এক বর্ণনায় তার নাম হারেস আর অপর বর্ণনায় তার নাম মালেকও উল্লেখ হয়েছে। তিনি বনু কুযা'আহ্ গোত্রের বালী বংশের সদস্য ছিলেন। হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.) হযরত বারাআ বিন আযেব (রা.)'র মামা ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.) হযরত বারাআ বিন আযেব (রা.)'র চাচা ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন বনু হারেসাহ্'র পতাকা হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.)'র হাতেই ছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১-৩২, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮, হানী বিন নিয়ার (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}** হযরত আবু আব্স এবং হযরত আবু বুরদাহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা উভয়ে বনু হারেসাহ্ গোত্রের প্রতিমাগুলোকে ভেঙে ফেলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩, আবু আব্স বিন জবর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}** অর্থাৎ গোত্রের (নির্দিষ্ট) প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন। হযরত আবু উমামাহ্ (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধেও উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে যাত্রার সংকল্প করেন তখন হযরত আবু উমামাহ্ (রা.)ও তাঁর সাথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তখন তার মামা হযরত আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.) বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবার জন্য থেকে যাও। মা অসুস্থ ছিলেন, তাই বলেন, তুমি যেও না। হযরত আবু উমামাহ্ (রা.)'র হৃদয়েও আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমন হচ্ছে তাই আমিও যাব। তিনি বলেন, তিনি আপনারও বোন, আমাকে কেন বলছেন, আপনি থেকে যান। এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থাপিত হলে তিনি (সা.) হযরত আবু উমামাহ্কে অর্থাৎ ছেলেকে (বাড়িতে) থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং আবু বুরদাহ্ (রা.) ইসলামী বাহিনীর সাথে যান। মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন ততদিনে হযরত আবু উমামাহ্ (রা.)'র মা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন। **{উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫, আবু উমামাহ্ বিন সা'লাবাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কাছে দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়া ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছে যার নাম ছিল **'আস্ সাকব'**। আর দ্বিতীয় ঘোড়াটি ছিল হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.)'র কাছে যার নাম ছিল **'মুলাভেহ্'**। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮০, যিকরে খায়লুর রসূল (সা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কতিপয় গোত্রের কাছে যান। তাদের জন্য দোয়া করেন কিন্তু একটি গোত্রকে তিনি (সা.) বাদ দেন। তাদের

কাছে যান নি। এ বিষয়টি ঐ গোত্রের লোকদের খুবই অপছন্দ হয়, তারা এর কারণ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়। আর নিজেদের এক সঙ্গীর মালপত্র তল্লাশি করে। তখন তার চাদর থেকে একটি (গলার) **'হার'** বের হয় যা সে বিশ্বাসঘাতকতা করে হস্তগত করেছিল। তখন তারা সেই **'হার'টি** ফেরত দিলে মহানবী (সা.) তাদের কাছেও যান এবং তাদের জন্যও দোয়া করেন। **{আল্ মু'জিমুল কবীর, আত্ তিবরানী, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.), হাদীস নংঃ ৫১১, বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.) হযরত আলী (রা.)'র সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)'র শাসনকালের প্রথমদিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এক বর্ণনা অনুসারে তার মৃত্যু হয়েছে ৪১ হিজরীতে। আর অন্যান্য রেওয়ায়েতে ৪২ বা ৪৫ হিজরীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। **{ইসাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩২, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

হযরত বারাআ বিন আযেব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের সম্বোধন করেন এবং বলেন, **'যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের মতো নামায পড়ে আর আমাদের কুরবানী করার ন্যায় কুরবানী করে, সে সঠিক কুরবানী করেছে। আর যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে, তাহলে তা কেবল ছাগলের মাংসের জন্যই জবাই হলো।'** অর্থাৎ ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা কুরবানী নয় বরং সেটি মাংস খাওয়ার জন্য ছাগল জবাই করার নামান্তর। **তখন হযরত আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রা.)** (অর্থাৎ যেই সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি) **দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো নামাযে আসার পূর্বেই কুরবানী করেছি। আমার ধারণা ছিল আজকের দিনটি হল, পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি (কুরবানী) করি, নিজেও খেয়েছি আর পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদেরও খাইয়েছি। মহানবী (সা.) বলেন, এই ছাগল তো মাংসসর্বস্বই হল, এটি তোমার কুরবানী নয়। তখন হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.) বলেন, আমার কাছে এক বছর বয়স্ক পাঠা আছে যা মাংসের পরিমানের দিক দিয়ে দু'টি ছাগলের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ বেশ বড়সড়, যদিও এক বছর বয়স্ক কিন্তু দু'টো ছাগলের চেয়ে অধিক উত্তম ও মোটাতাজা। আমি যদি তা কুরবানী করি তাহলে তা আমার জন্য যথেষ্ট হবে কি? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কুরবানী কর, কিন্তু তোমার পর আর কারো জন্য তা সমীচীন হবে না।'** **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, বাবঃ কালামুল ইমাম ওয়ান্ নাস ফীল্ খুতবাতিল ঈদ... হাদীস নংঃ ৯৮৩)** অর্থাৎ তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তোমার পর আর কারো জন্য অনুমতি নেই। অন্যান্য হাদীস থেকেও এটিই প্রতিভাত হয় যে, প্রধানত ঈদের পরেই কুরবানী করা বিধেয়। আর দ্বিতীয়ত কুরবানীর ছাগলের একটি নির্দিষ্ট বয়স রয়েছে, তা হওয়া উচিত। যাহোক, তিনি (সা.) যে বলেছেন, তোমার পর আর কারো জন্য তা সমীচীন হবে না- এ সম্পর্কে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকেও প্রশ্ন করা হয় যে, কুরবানীর ছাগলের বয়স কত হওয়া উচিত? হযরত মওলানা নূর উদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আপনি উত্তর দিন। তখন তিনি (রা.) বলেন, **'আহলে হাদীসের মতে (কুরবানীর ছাগল) দু'বছর বয়স্ক হওয়া আবশ্যক'**। **(মলফূযাত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০০)**

তিনি (রা.) বলেন, অথবা আমাদের দেশীয় রীতি অনুযায়ী, (ছাগলের) দুই দাঁত বের হওয়া আবশ্যক। যাহোক, তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বুরদাহ্ (রা.)-কে বলেন, আমি তোমার এই এক বছর বয়স্ক পাঠার কুরবানী গ্রহণ করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কারো জন্য এটি (গৃহীত) হবে না, বরং প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল বা পাঠা হওয়া আবশ্যক। আমাদের জামা'তেও

এই রীতিই প্রচলিত আছে বা আমাদের (জামাতের) ফিকাহ্‌শাস্ত্রেও রয়েছে। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, হযরত আসাদ বিন ইয়াযীদ (রা.)'র। তার পিতার নাম ছিল ইয়াযীদ বিন আল্ ফাকেহ্। আর তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরায়েক শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক **'আসাদ'** এর পরিবর্তে সা'দ বিন ইয়াযীদ এর নাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় লিখেছেন। হযরত আসাদ বিন ইয়াযীদ (রা.)'র নাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম সা'দ বিন যায়েদ সাঈদ বিন আল্ ফাকেহ্ এবং সা'দ বিন ইয়াযীদও বর্ণনা করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫, সা'দ বিন ইয়াযীদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, সা'দ বিন আল্ ফাকেহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

আরেকজন বদরী সাহাবী ছিলেন হযরত তামীম বিন ই'য়ার আনসারী (রা.)। হযরত তামীম (রা.)'র পিতার নাম ছিল ই'য়ার। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু জিদারাহ্ বিন অওফ বিন আল্ হারেস এর সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত তামীম (রা.)'র সন্তানসন্ততির মাঝে ছেলে রিবয়্যী আর কন্যা জামিলা ছিলেন। তার মাতা বনু আমর গোত্রের সদস্যা ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, তামীম বিন ই'য়ার (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, অওস বিন সাবেত বিন মুনযের (রা.)। তিনিও আনসারী ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু শিদ্দাদ। হযরত অওস (রা.)'র পিতার নাম ছিল সাবেত। তার মায়ের নাম ছিল হযরত সুখতা বিনতে হারেসাহ্। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত শিদ্দাদ বিন অওস (রা.)'র পিতা ছিলেন। তিনি আনসারদের বনু আমর বিন মালেক বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে যোগদান করেন এবং ঈমান আনেন। বদর এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত এবং উবাই বিন সাবেত (রা.) তার ভাই ছিলেন। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর তার বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফান এবং হযরত অওস বিন অওস (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন উমারাহ্ আনসারী বলেন, উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। কেউ কেউ এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও পোষণ করেন, কিন্তু মতভেদকারীরা বর্ণনাকারীর (দিক থেকে) দুর্বল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১, ৩৮২, উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.), অওস বিন সাবেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত সাবেত বিন খানসা (রা.)। তিনি বনু গানাম বিন আদী বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায়। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯, সাবেত বিন খানসা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত অওস বিন আস্‌সামেত (রা.), যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত অওস বিন সামেত হযরত (রা.) উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)'র

সহোদর ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত অওস বিন সামেত এবং হযরত মারসাদ বিন আবী মারসাদ আল্‌গানাবী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত অওস (রা.) তার স্ত্রী খুয়ায়লাহ্ বিনতে মালেক এর প্রতি যিহার করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৩, অওস বিন সামেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩, অওস বিন সামেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

যিহার হল, আরবদের প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করা বা বোন বলে বসা। আর এভাবে ডাকার পর (তাকে) নিজের জন্য হারাম জ্ঞান করত, অর্থাৎ তুমি আমার মা, তাই আমার জন্য অবৈধ। ইসলাম এই প্রথাকে বিলুপ্ত করেছে আর বলেছে এই শব্দ বললেই তালাক হয়ে যায় না। মা-বোন বলে ডাকলেই তালাক হয়ে যায় না। তবে এটি অপছন্দনীয় বিষয়, যার শাস্তিস্বরূপ ইসলাম প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করেছে।

হযরত অওস (রা.) প্রায়শ্চিত্ত না করেই স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে মহানবী (সা.) বলেন, এটি অবৈধ, পনেরো 'সা' ভুট্টা ষাটজন দরিদ্রকে খাওয়াও। অর্থাৎ এর প্রায়শ্চিত্ত হল, ষাটজন মিসকীন বা দরিদ্রকে তুমি আহার করাও। যিহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ – وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ – فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (সূরা আল্ মুজাদেলা: ৩-৫)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের মা বলে বসে, তারা তাদের মা হতে পারে না। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং মার্জনাকারী। আর যারা নিজেদের স্ত্রীকে মা বলে বসে, আর এরপর যা বলে তা থেকে ফিরে আসে, (অর্থাৎ প্রথমে মা বলে বসে এরপর বলে যে, ভুল হয়ে গেছে।) তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। (অর্থাৎ সে যুগের রীতি অনুসারে এক ক্রীতদাসকে মুক্ত কর।) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি সে বিষয় যা সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সর্বদা সবিশেষ অবহিত। আর যার এমনটি করার সামর্থ্য নেই, (অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করার যদি সামর্থ্য না থাকে) তাহলে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আর যে এরও সামর্থ্য রাখে না তার ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাতে হবে। এটি এজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পার। এগুলো আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা আর কাফিরদের জন্য চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন, **'যে তার স্ত্রীকে মা বলে বসে সে বাস্তবে তার মা হতে পারে না, কেননা মা তারাই যাদের গর্ভে তারা জন্ম নিয়েছে। অতএব, তাদের একথা অযৌক্তিক এবং সর্বৈব মিথ্যা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং মার্জনাকারী। আর যারা মা বলার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এটিই সর্বজ্ঞাত খোদার পক্ষ থেকে উপদেশ। আর**

ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না থাকলে নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে দু'মাস রোযা রাখতে হবে এবং যদি রোযা রাখতে না পারে তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে।' **(আরিয়া ধরম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫০)**

তার স্ত্রী হযরত খুয়ায়লাহ্ বিনতে মালেক বিন সা'লাবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমার স্বামী অওস বিন সামেত (রা.) আমার সঙ্গে যিহার করলে আমি অভিযোগ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর দ্বারস্থ হই। মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে আমাকে বলেন, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, সে তোমার চাচাতো ভাইও বটে। কিন্তু আমি আমার কথায় অনড় ছিলাম যতক্ষণ না কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, মা কীভাবে হতে পার, সে তোমার চাচাতো ভাইও, আর তুমি তার স্ত্রী। তিনি বলেন, যাহোক আমি এ কথায় অনড় ছিলাম যতক্ষণ না পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (সূরা আল্ মুজাদেলাঃ ২) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে বিতর্ক করছিল।

তিনি (সা.) বলেন, সে অর্থাৎ তোমার স্বামী একজন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। কুরআনের আয়াত অনুসারে তার শাস্তি তা-ই হবে যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, তখন আমি নিবেদন করি, তার সেই সামর্থ্য নেই, কোত্থেকে দেবে, সে দরিদ্র। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তার বয়স এমন যে সে লাগাতার রোযাও রাখতে পারবে না, তার দেহে সেই শক্তি নেই। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। আমি বললাম, তার কাছে সেই সম্পদও নেই যা থেকে সে সদকা করতে পারে। খুয়ায়লা বলেন, আমি উপবিষ্ট ছিলাম, তখনই এক থলে খেজুর আসে, মহানবী (সা.)-এর কাছে কেউ তা নিয়ে আসে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তাকে আরেক থলে খেজুর দিয়ে সাহায্য করব। অর্থাৎ এই থলেটে যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আরেকটি থলের ব্যবস্থা হতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এটি নিয়ে যাও, আর তার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও এরপর তোমার চাচার পুত্রের কাছে যাও। **(সুনান আবী দাউদ, কিতাবুত্ তালাক, বাবা ফিয্ যিহার, হাদীস নংঃ ২২১৪)** অর্থাৎ, তোমার স্বামীর কাছে যাও। তার বলাতেই তুমি তার মা হয়ে যাও নি। সাহাবীদের জীবনী বর্ণনার মাধ্যমে কতিপয় মসলা-মসায়েলেরও সমাধান হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এটিই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম যিহার। অর্থাৎ, হযরত অওস বিন সামেত (রা.)ই স্ত্রীকে মা বলে ডেকেছিলেন। তার চাচাতো বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল আর তার সঙ্গেই তিনি যিহার করেছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, অওস বিন সামেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা এই সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও উত্থাপিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'এটিই এর শাস্তি'**। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগেও এ ধরনের একটি বিষয় (তার সামনে) উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন, **'এটিই শাস্তি'**। তবে হ্যাঁ কেউ যদি খুবই দরিদ্র হয় আর কোন সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হল, ইস্তেগফার করা, আর যতটুক সাধ্য বা সামর্থ্য আছে সে যেন শাস্তিস্বরূপ তা-ই দেয়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা স্ত্রীকে মা বা বোন বলার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কারো কারো অভ্যাস হয়ে থাকে সামান্য বিষয়ে ঝগড়া হলে বলে বসে, তুমি

আমার জন্য হারাম। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো। তুমি এই, তুমি সেই, বা কসম খেয়ে বসে। অতএব এসব কসমের জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বা শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত কর বা রোযা রাখ বা মিসকীনদের আহার করাও।

হযরত অওস বিন সামেত (রা.) কবিও ছিলেন। হযরত অওস বিন সামেত এবং শিদ্দাদ বিন অওস আনসারী (রা.) বায়তুল মাকদাস এ বসবাস করতেন। ফিলিস্তিনের রামলায় তিনি ৩৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তখন হযরত অওস (রা.)'র বয়স ছিল ৭২ বছর। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, অওস বিন সামেত (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত আরকাম (রা.)'র মায়ের নাম ছিল উমায়মাহ্ বিনতে হারেস। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম তুমাযের বিনতে হুযায়েম এবং সাফইয়াহ্ বিনতে হারেসও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আরকাম (রা.) বনু মাখযূম গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের একজন ছিলেন। কারো কারো মতে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তার পূর্বে মাত্র এগারো জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইসলাম গ্রহণে তার নম্বর ছিল সপ্তম। হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আরকাম, হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ এবং হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) একসাথে একই সময়ে ঈমান আনেন। হযরত আরকাম (রা.)'র বাড়ি মক্কার বাইরে সাফা পাহাড়ের পাশে অবস্থিত ছিল, যা ইতিহাসে দ্বারে আরকাম নামে প্রসিদ্ধ। তার বাড়িটি ছিল দ্বারে আরকাম। এই বাড়িতেই মহানবী (সা.) এবং ইসলাম গ্রহণকারীরা ইবাদত করতেন। হযরত উমর (রা.) এখানেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার অর্থাৎ, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ এ উপনীত হয়েছিল আর তারা সেই বাড়ি থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। এই বাড়িটি হযরত আরকাম (রা.)'র মালিকানাধীন ছিল। এরপর তার পৌত্ররা এই বাড়িটি আবু জাফর মনসুর এর কাছে বিক্রি করে দেয়। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}, {মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪, হাদীস নংঃ ৬১২৭, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ্ যিকর আরকাম বিন আবী আল্ আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তার সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে যা লিখেছেন তার বিশদ বিবরণ হল, ইসলামের প্রথম তবলীগি কেন্দ্র অর্থাৎ দ্বারে আরকাম সম্পর্কে তিনি লিখেন,

"মহানবী (সা.) ভাবলেন, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত, যেখানে মুসলমানরা কোন বাঁধা-বিপত্তি ছাড়াই নামায ইত্যাদির জন্য সমবেত হতে পারে আর শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে নীরবে রীতিমত ইসলামের তবলীগ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে এমন একটি বাড়ির প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করবে। অতএব তিনি (সা.) একজন নবমুসলিম আরকাম বিন আবী আরকাম এর বাড়িটি পছন্দ করেন যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এরপর সব মুসলমান এখানেই সমবেত হতেন, এখানেই নামায পড়তেন, সত্যসন্ধানীরা এখানেই আসতো।" অর্থাৎ যারা ধর্মের সন্ধানে ছিল তারা ইসলামের

বাণী শুনতো এবং শোনার জন্য এখানেই আসতো। অথবা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আসতো। "আর মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণেই এই বাড়িটি ইতিহাসে বিশেষ সুখ্যাতি রাখে আর দারুল-ইসলাম নামে এটি সুপরিচিত।

মহানবী (সা.) প্রায় তিন বছর পর্যন্ত দ্বারে আরকামে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের চতুর্থ বছর এটিকে তিনি কেন্দ্র হিসেবে অবলম্বন করেন আর ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত তিনি এতে নিজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত উমর (রা.), যার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের প্রভূত শক্তি লাভ হয় আর তারা দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে তবলীগ আরম্ভ করেন।" **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১২৯)**

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত আরকাম (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন হযরত আবু তালহা যায়েদ বিন সাহ্‌ল (রা.)'র সাথে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আরকাম (রা.) বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে বদরের গণিমতের মাল থেকে একটি তরবারি দিয়েছিলেন। হযরত আরকাম (রা.) বদর এবং উহুদসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় একটি বাড়িও দিয়েছিলেন। একবার মহানবী (সা.) তাকে সদকা সংগ্রহের দায়িত্বেও নিযুক্ত করেছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

ইতিহাসে এটিও উল্লেখ আছে যে, হযরত আরকাম (রা.) 'হিলফুল ফুযুল'-এর চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{ইসতি'য়াব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}** অর্থাৎ সেই চুক্তি যা ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে দরিদ্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গঠন করেছিল, মহানবী (সা.)ও যার সদস্য ছিলেন। হযরত আরকাম (রা.)'র পুত্র উসমান বিন আরকাম বর্ণনা করেন, আমার পিতা ৫৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৮৩ বছর। কেউ কেউ বলে, ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার বয়স ৮০ ছিল না এর চেয়ে কিছু বেশি ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত আরকাম (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন, তার জানাযা পড়াবেন হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), যিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, অর্থাৎ সেখান থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। মারওয়ান বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীকে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতির কারণে সমাহিত করা হবে না। আর তিনি উপস্থিত নেই তাই যতক্ষণ তিনি না আসবেন ততক্ষণ লাশ রেখে দেয়া হবে! তিনি তার জানাযার নামায নিজেই পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ বিন আরকাম মারওয়ান এর কথায় সম্মত হন নি। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র ফিরে আসার পর হযরত আরকাম (রা.)'র জানাযার নামায পড়া হয় আর (তাকে) জান্নাতুল বাকী-তে সমাহিত করা হয়। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

তার সম্পর্কে আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, একবার হযরত আরকাম (রা.) বায়তুল মাকদাস যাওয়ার জন্য সফরের প্রস্তুতি নেন আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বায়তুল মাকদাস-এ কোন প্রয়োজনে নাকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছ? হযরত আরকাম (রা.) উত্তর দেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। কোন কাজ নেই, ব্যবসার জন্যও যাওয়া হচ্ছে না, বরং বায়তুল মাকদাস-এ নামায পড়তে চাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার এই মসজিদে অর্থাৎ, মদীনার মসজিদে এক বেলার নামায অন্য মসজিদে হাজার হাজার বেলার নামাযের চেয়ে শ্রেয়, একমাত্র কাবা শরীফ ব্যতীত। তখন হযরত আরকাম (রা.) ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আরকাম বিন আবী আরকাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন, হযরত বাসবাস বিন আমর (রা.)। এক বর্ণনায় তার নাম হযরত বাসবাস বিন বিশরও রয়েছে। হযরত বাসবাস জুহনী আনসারী সম্পর্ক বনু সা'য়েদাহ্ বিন কা'ব বিন খাযরাজ এর সদস্য ছিলেন। কিন্তু উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের এর মতে তিনি বনু ত্বরীফ বিন খাযরাজ এর সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর তিনি আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩, বাসবাস আল্‌জুহনী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}** তিনি বুসায়সাহ্, বুসায়েস এবং বাসবাসাহ্ নামেও পরিচিত। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯, বাসবাসাহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}** বদর ছাড়া উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২২, বাসবাস বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

"মদীনা থেকে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) তাঁর অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন খুব সম্ভব এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ বাহিনীর আগমন-সংবাদের দাবি হল, মদীনার প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেন সুদৃঢ় থাকে। (তাই) তিনি আবু লুবাবাহ্ বিন মুনযের (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান। আর আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতূম (রা.) সম্পর্কে নির্দেশ জারী করেন, তিনি শুধু ইমামুস সালাত হবেন, কিন্তু প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন আবু লুবাবাহ্ (রা.)।" তিনি (রা.) লিখেন, "মদীনার পাহাড়ি বসতির জন্য অর্থাৎ কুবা'র জন্য তিনি আসেম বিন আদী (রা.)-কে পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন।" এই জায়গায় বসেই তিনি (সা.) আমীর নিযুক্ত করেন বা এমারতে পরিবর্তন আনেন। এই স্থান থেকেই তিনি (সা.) বাসীস (অর্থাৎ বাসবাস) এবং আদী নামের দু'জন সাহাবীকে শত্রুর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর অভিমুখে প্রেরণ করেন আর খবরাখবর নিয়ে সত্ত্বর ফিরে আসার নির্দেশ দেন।" **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৩৫৪)**

দু'সপ্তাহ পূর্বের খুতবায় হযরত আদী বিন আবী যাগবা (রা.)'র স্মৃতিচারণে এই ঘটনার উল্লেখ হয়েছিল। যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা দু'জন হলেন, হযরত বাসবাস

(রা.) এবং হযরত আদী বিন আবী যাগবা (রা.)। যখন তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর এর প্রান্তরে পৌঁছেন তখন হযরত বাসবাস এবং আদী বিন আবী যাগবা (রা.) কূপের পার্শ্ববর্তী একটি টিলায় নিজেদের উটকে বসিয়ে নিজেদের মশক নিয়ে কূপ থেকে পানি ভরেন এবং তা পান করেন। সে সময় তারা সেখানে দু'জন মহিলাকে কথা বলতে শুনেন, যারা কোন কাফেলার আগমন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬১৭, বাসবাস বিন আদী, মিশরের তারাসুল ইসলাম থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত)**

সেখানে অপর একজনও দাঁড়িয়ে ছিল। যাহোক, তাদের উভয়ে ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে এই দু'জন মহিলার পারস্পরিক আলাপচারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তারা এভাবে এক কাফেলার আগমন সম্পর্কে কথা বলছিল। যে ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার নাম ছিল মাজ্‌দী, (আমি পূর্বেও বিশদভাবে এটি বর্ণনা করেছি)। ঐতিহাসিকরা লিখেন, পরবর্তী প্রভাতে আবু সুফিয়ান সেখানে পৌঁছে। ততক্ষণে কাফেলাও সেখানে পৌঁছে যায়। সে মাজদীকে জিজ্ঞেস করে, হে মাজদী! তুমি কি এমন কাউকে দেখেছ, যে এখানে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এসেছিল? একইসাথে সে একথাও বলে, তুমি যদি আমাদের কাছে শত্রুর কোন কথা গোপন কর তাহলে কোন কুরাইশ কখনো তোমার সাথে কোন সন্ধি করবে না। মাজদী অর্থাৎ যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে বলল, খোদার কসম! আমি এখানে এমন কাউকে দেখি নি যাকে আমি চিনি না। এখানে তোমার এবং মদীনার মাঝে কোন শত্রু নেই, আর কেউ থাকলে সে আমার দৃষ্টি এড়াতে পারতো না, আর আমিও তোমার কাছে তা গোপন করতাম না। তবে, আমি দু'জন আরোহীকে দেখেছিলাম। তারা এখানে যাত্রা-বিরতি করেছিল। আর সে সেই স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে যেখানে হযরত বাসবাস এবং হযরত আদী (রা.) থেমেছিলেন এবং নিজেদের উট বসিয়েছিলেন। সে বলে, তারা এখানে নিজেদের উট বসিয়ে পানি পান করেছিল, এরপর এখান থেকে প্রস্থান করে। আবু সুফিয়ান সেই জায়গায় আসে যেখানে উভয় সাহাবী উট বসিয়েছিলেন এবং তাদের উভয়ের উটের গোবর নিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকে। অর্থাৎ তার জানার ঔৎসুক্য ছিল, তাই গোবর ঘেঁটে দেখতে আরম্ভ করে। উটের গোবর ঘাঁটতে গিয়ে তা থেকে খেজুরের আঁটি বের হয়। তখন আবু সুফিয়ান বলে, খোদার কসম! এটিই মদীনাবাসীদের উটের খাবার। এরা সেখান থেকেই এসেছিল। এরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী ও গুপ্তচর ছিল। অর্থাৎ যে দু'জন এসেছিল তারা মদীনা থেকে এসেছিল, আর তারা গুপ্তচর ছিল। উটের গোবর দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, তারা এখানে কেন এসেছিল। সে বলে, আমার মনে হয় তারা খুব কাছেই কোথাও আছে। এরপর সে খুব দ্রুত সেখান থেকে কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। **(কিতাবুল মাগাযী লিলওয়াকদী, পৃঃ ৪০-৪১, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)**

সে যুগেও সেসব আরবদের গুপ্তচরবৃত্তির গভীর নৈপুণ্য ছিল আর এটিও গোয়েন্দাগিরিরই একটি রীতি ছিল। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

তিনি (সা.) যখন বদরের উপকণ্ঠে পৌঁছেন, তখন কোন একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে, যার উল্লেখ রেওয়ায়েতে নেই, তিনি (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নিজ বাহনের পেছনে আরোহণ করিয়ে ইসলামী বাহিনী থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে যান। তখন তাঁর সাথে এক প্রবীণ মরুবাসীর দেখা হয়, তার সাথে আলাপচারিতায় তিনি (সা.) জানতে পারেন, কুরাইশ বাহিনী তখন বদরের খুবই কাছে এসে গেছে। তিনি (সা.) এ সংবাদ শুনে ফিরে আসেন এবং হযরত আলী, যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম ও হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস

প্রমুখ (রা.)-কে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের মাঝে হযরত বাসবাস (রা.)ও ছিলেন। প্রথমে তারা গিয়েছিলেন কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য আর এখন যখন জানা গেল, সৈন্য বাহিনী আসছে, তাই সেই সৈন্য বাহিনীর সংবাদ আনার জন্য যাদেরকে পাঠিয়েছিলেন তাদের মাঝে ইনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বদর উপত্যকায় পৌঁছে হঠাৎ দেখেন, মক্কার কিছু লোক একটি ঝরনা থেকে পানি ভরছে। এই সাহাবীরা তাদের ওপর আক্রমন করে তাদের মধ্য থেকে একজন হাবশী ক্রীতদাসকে বন্দি করে এবং তাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসে। তখন মহানবী (সা.) নামাযে রত ছিলেন। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে নামাযে রত দেখে নিজেরাই সেই ক্রীতদাসকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা কোথায়? এই হাবশী ক্রীতদাস সেই সৈন্যদলের সাথে এসেছিল যারা বদরের যুদ্ধের জন্য আসছিল, (তাই) কাফেলা সম্পর্কে তার জানা ছিল না। কাফেলা সম্পর্কে সে অনবহিত ছিল। সে উত্তরে বলে, আবু সুফিয়ানের কথা আমি জানি না। অবশ্য আবুল হাকাম অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল, উতবাহ্‌, শায়বাহ্‌ এবং উমাইয়্যারা এই উপত্যকার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। সাহাবীরা শুধু কাফেলার কথা জানতেন, তাদের ধারণা শুধু এটিই ছিল আর তাদের মনমস্তিষ্কে এ কথাই বসেছিল, তাই তারা ধরে নিয়েছিলেন, সে মিথ্যা বলছে আর জেনেশুনে কাফেলার খবর গোপন করতে চায়, যে কারণে কেউ কেউ তাকে প্রহার করে এবং উত্তম-মধ্যমও দেয়। আর মার খেয়ে সে ভয়ে বলতো, ঠিক আছে বলছি। কিন্তু ছেড়ে দিলে সে আবার পূর্বের কথাই বলতো, আবু সুফিয়ানের কাফেলার কথা আমি জানি না, অবশ্য আবু জাহ্‌ল একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আর তারা নিকটেই রয়েছে। মহানবী (সা.) এসব কথা শুনে দ্রুত নামায শেষ করে সাহাবীদেরকে প্রহার করা থেকে বিরত করেন এবং বলেন, সে যখন সত্য বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর আর মিথ্যা বলতে আরম্ভ করলে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (রা.) একান্ত কোমলভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই সৈন্যবাহিনী এখন কোথায়? সে বলে, এখন সম্মুখবর্তী টিলার পেছনে আছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তাদের সংখ্যা কত? সে বলে, অনেক, কিন্তু সঠিক সংখ্যা আমি জানি না। তিনি (রা.) বলেন, আমাকে কথা বল যে, তাদের খাবারের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করা হয়। সে বলে, দশটি। (সেই কাফেলার জন্য প্রতিদিন দশটি উট জবাই করা হয়) অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ছাড়াও পানাহারের জন্য এত পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। তিনি (সা.) সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন, দশটি উট জবাই হওয়ার অর্থ হল, তাদের সাথে এক হাজার মানুষ এসেছে। আর বাস্তবেও এত সংখ্যক লোকই ছিল। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬)**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত সা'লাবাহ্‌ বিন আমর আনসারী (রা.)। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল কাবশাহ্‌, যিনি প্রসিদ্ধ কবি হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)'র বোন ছিলেন। হযরত সা'লাবাহ্‌ (রা.) বদরসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেসব সাহাবীর একজন ছিলেন যারা বনু সালমাহ্‌'র মূর্তি বা প্রতিমা ভেঙ্গেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)'র খিলাফতকালে জিসর এর যুদ্ধে (অর্থাৎ পুলের যুদ্ধে) তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইরানীদের সাথে ১৪ হিজরীতে জিসর এর যুদ্ধ হয়, অথবা তাবরী' র মতে ১৩ হিজরীতে এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ অর্থাৎ হযরত আবু উবায়েদ (রা.)'র নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী

আর বাহমান জাযাওয়াইহ্'র নেতৃত্বে ইরানী বাহিনী ফুরাত নদীর তীরে মুখোমুখি হয়েছিল। আর নদী অতিক্রম করে যুদ্ধ করার জন্য একটি জিসর বা পুল নির্মাণ করা হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে জিসর এর যুদ্ধ বলা হয়। কারো কারো মতে, হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে মদীনায় তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। **(রওযুল আনাফ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-১৫৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত), {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬, সা'লাবাহ্ বিন মেহসান (রা.), পৃঃ ৩৪০, সালামাহ্ বিন আসলাম (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (তারীখুত্ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত), (তারীখ ইবনে খালদূন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২, বৈরুতের দারুল ফিক্র থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত)**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত সা'লাবাহ্ বিন গানামাহ্ (রা.)। একটি রেওয়ায়েতে হযরত সা'লাবাহ্'র নাম সা'লাবাহ্ বিন আনামাহ্ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত সা'লাবাহ্ (রা.)'র মায়ের নাম ছিল জহীরাহ্ বিনতে কায়েন। তিনি আনসারদের বনু সালামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত সা'লাবাহ্ (রা.) সেই সত্তর জন সাহাবীর একজন ছিলেন যারা আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। ঈমান আনয়নের পর তিনি, হযরত মু'আয বিন জাবাল এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) সম্মিলিতভাবে বনু সালামাহ্ অর্থাৎ নিজেদের গোত্রের প্রতিমা ভাঙ্গেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর পরিখার যুদ্ধে হুবায়রাহ্ বিন আবী ওয়াহাব তাকে শহীদ করে। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সা'লাবাহ্ (রা.) খায়বারের যুদ্ধের সময় শাহাদত বরণ করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫, সা'লাবাহ্ বিন গানামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, সা'লাবাহ্ বিন আনামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত জাবের বিন খালেদ (রা.)। তিনি আনসারদের বনু দিনার গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত জাবের বিন খালেদ (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪, জাবের বিন খালেদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত হারেস বিন নু'মান বিন উমাইয়াহ্ আনসারী (রা.)। তিনি আনসারদের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এবং হযরত খাওয়্যাত বিন জুবায়ের এর চাচা ছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪১, হারেস বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৪, হারেস বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত হারেস বিন আনাস আনসারী (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে শরীক আর পিতা ছিলেন আনাস বিন রা'ফে। তার মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন আর মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেছেন। হযরত হারেস (রা.) অওস গোত্রের শাখা বনু আবদেল্ আশহাল এর সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। হযরত হারেস (রা.) সেই গুটিকতক সাহাবীর একজন ছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র সাথে গিরিপথে অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাকেন এবং শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪, হারেস বিন আনাস (রা.), পৃঃ ৩৬২, আব্দুল্লাহ্ বিন**

জুবায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭, উম্মে শরীক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত হুরায়েস বিন যায়েদ আনসারী (রা.)। এক বর্ণনায় তার নাম যায়েদ বিন সা'লাবাহও বর্ণিত হয়েছে। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু যায়েদ বিন হারেসের সদস্য ছিলেন। তিনি (রা.) তার ভাই **হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যাকে আযান সম্পর্কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল**। তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১৭-৭১৮, হারেস বিন যায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত} তার ভাইকেও আযানের শব্দাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত হারেস বিন আসিম্মাহ্ (রা.)। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শাহাদত বরণ করেছিলেন। {ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২, হারেস বিন আসিম্মাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}

মহানবী (সা.) হযরত হারেস এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৩, হারেস বিন সিম্মাহ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}

হযরত হারেস বিন আসিম্মাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাত্রা করেন। (তারা) যখন আর্ রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার মাঝে আর সফর করার মত শক্তি ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় ফেরত পাঠান। কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই তার জন্য গণিমতের মাল-এ অংশ নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ কার্যত তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও যেহেতু একটি বিশেষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রা করেছিলেন, তবে স্বাস্থ্য অনুমতি না দেওয়ার বা তখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে (তাকে) ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তার সদিচ্ছা এবং প্রেরণা দেখে মহানবী (সা.) তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেদিন যখন মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন হযরত হারেস (রা.) অবিচল ছিলেন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত হারেস (রা.) উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগীরাহ্ মাখযুমীকে হত্যা করেন। আর তার 'সালাব' ছিনিয়ে নেন অর্থাৎ তার যে রণপোশাক এবং রণ সাজসরঞ্জাম নিয়ে নেন যাতে তার বর্ম, শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি ছিল। মহানবী (সা.) সেই সাজসরঞ্জাম তাকেই প্রদান করেন। মহানবী (সা.) উসমান বিন আব্দুল্লাহ্'র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বলেন, **সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তাকে ধ্বংস করেছেন**। {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬, হারেস বিন সিম্মাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারেস বিন সিম্মাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ (ইসলামের) ঘোরতর শত্রু ছিল এবং একজন মুশরিক ছিল, আর উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে পুরো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমার চাচা হামযা (রা.)'র সাথে কি হয়েছে? (তখন) হযরত হারেস (রা.) তার সন্ধানে বের হন। তার ফিরে আসতে বিলম্ব হলে হযরত আলী (রা.) বের হন এবং হযরত হারেস (রা.)'র কাছে পৌঁছে

দেখেন, হযরত হামযা (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন। উভয় সাহাবী ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে এই শাহাদতের সংবাদ দেন।

হযরত হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন একটি উপত্যকা থেকে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, তুমি কি আব্দুর রহমান বিন অওফকে দেখেছ? আমি নিবেদন করি, জি হ্যাঁ– দেখেছি। তিনি পাহাড়ের পাদদেশেই ছিলেন, আর তার ওপর মুশরীক সৈন্যরা আক্রমন করছিল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য তার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার দৃষ্টি আপনার ওপর পড়ে, তাই আমি আপনার কাছে চলে আসি। তিনি (সা.) বলেন, **ফিরিশ্‌তারা তার অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন অওফ এর নিরাপত্তাবিধান করছে**। অপর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, **ফিরিশ্‌তারা তার সাহায্যকারী হিসেবে যুদ্ধ করছে**। হযরত হারেস (রা.) বলেন, আমি আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'র কাছে যাই। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি আবার তার কাছে ফিরে যান। আমি দেখি তার সামনে সাতটি লাশ পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করি, এদের সবাইকে কি আপনি হত্যা করেছেন? আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, এই তিনজনকে আমি হত্যা করেছি, কিন্তু বাকীদের সম্পর্কে আমি জানি না, কে এদের হত্যা করেছে। তখন আমি বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) সত্য বলেছিলেন, অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা তাকে সাহায্য করছে। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারেস বিন সিম্মাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত হারেস (রা.) বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। যখন এই ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ সাহাবীদের শহীদ করা হয়, তখন হারেস এবং হযরত আমর বিন উমাইয়া (রা.) উট চরানোর জন্য গিয়েছিলেন। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এই দু'জন সাহাবীর (নাম) আমর বিন উমাইয়াহ্ এবং মুনযের বিন মুহাম্মদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, কোন কোন গ্রন্থে এই দু'জনের নাম উল্লেখ রয়েছে যারা উট চরানোর জন্য গিয়েছিলেন। যাহোক, এই বর্ণনা অনুসারে এই দু'জনই ছিলেন। তারা যখন নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরে দেখেন, সেখানে পাখি বসে আছে তারা বুঝতে পারেন, তাদের সাথিরা শহীদ হয়ে গেছেন। হযরত হারেস (রা.) তখন হযরত আমর (রা.)-কে বলেন, আপনার কী মতামত? তিনি বলেন, আমার মত হল, মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে যাই আর গিয়ে তাঁকে অবহিত করি। হযরত হারেস (রা.) বলেন, আমি এই জায়গা থেকে পিছনে যাব না যেখানে মুনযের (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। অতএব, তিনি সম্মুখে এগিয়ে যান এবং লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারেস বিন আল্ সিম্মাহ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯, হাদীস বি'রে মউনা, বৈরুতের দারুল ইবনে হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী বকর (রা.) বলেন, হযরত হারেস (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা ঘটেছে শত্রুদের পক্ষ থেকে অনবরত বর্শা নিক্ষেপের কারণে যা তার দেহে বিদ্ধ হয় আর তিনি (রা.) শাহাদত বরণ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারেস বিন আল্ সিম্মাহ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

আল্লাহ্ তা'লা এসব বদরী সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমশ উন্নীত করতে থাকুন, (আমীন)।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৭ মার্চ, ২০১৯, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)